পুলিশকে জিম্মি করে চাঁদা দাবি: স্বেচ্ছাসেবক নেতা ও সহযোগী গ্রেপ্তার

সংগৃহীত ছবি

দেবিদ্বারে এক পুলিশ সদস্যকে আটকে রেখে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করার অভিযোগে দেবিদ্বার পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন বিল্লু (৩০) এবং তার সহযোগী জালাল উদ্দিন (৩২)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের পরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২০ অক্টোবর) ভোরে ঢাকার আদাবর এলাকা থেকে কুমিল্লা ডিবি পুলিশ ও দেবিদ্বার থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একইদিন দুপুরে কুমিল্লা আদালত তাদের কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, পুলিশ সদস্য আবু কাউছার সম্প্রতি তার চাচি আমেনা বেগম (৪৫)-এর মাধ্যমে জমি দেখার জন্য দেবিদ্বার সদরে ডাকা হন। জমি পছন্দ না হওয়ায় কাউছার চলে যেতে চাইলে, তাকে আলমপুর ক্বারীমিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন আব্দুল বারেক ভিলার পঞ্চম তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিল্লাল, হেলাল খান ও কামাল হোসেনসহ কয়েকজন তাকে একটি কক্ষে আটকে রাখে।

পরবর্তীতে তার সাবেক স্ত্রী তাছলিমা আক্তার ঘটনাস্থলে এসে কাউছারের বিভিন্ন ভিডিও ধারণ করেন। তাদের দাবি ছিল, ২০ লাখ টাকা দেনমোহরে পুনরায় বিয়ে করতে। কাউছার অস্বীকৃতি জানালে তাকে মারধর করা হয় এবং ভিডিও ফাঁসের হুমকি দিয়ে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

ভুক্তভোগী কাউছার বাধ্য হয়ে নগদ ১৩ হাজার টাকা ও প্রায় ৫০ হাজার টাকার স্বর্ণের আংটি প্রদান করেন। এরপর তার চাচাতো ভাই খাইরুলের মাধ্যমে আরও ৫০ হাজার টাকা বিকাশে দেওয়া হয়। নির্যাতন চলতে থাকলে কাউছারের স্ত্রী ইশরাত জাহান তাকে উদ্ধার করেন।

ঘটনার পর ইশরাত জাহান দেবিদ্বার থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলা করেন। মামলায় মোট ৬ জনকে আসামি করা হয়েছে: সাবেক স্ত্রী তাছলিমা আক্তার, চাচি আমেনা বেগম, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা বিল্লাল হোসেন বিল্লু, সহযোগী জালাল উদ্দিন, কামাল হোসেন ও হেলাল খান।

দেবিদ্বার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মাইনউদ্দিন জানান, “কাউছারের কাছে চাঁদা দাবির মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলমান।”